আকাশবিলাস এবং ক্যাম্পবেলটাউন বাংলা স্কুল

রোকেয়া আহমেদ

দেয়ালের ওপারে আছে আকাশ
খেয়ালের নানা রং, আছে বাতাস
সেই আকাশ দেখা হয়না-
সেই বাতাস ছোয়া হয়না।

এটি থার্ড পারসন সিংগুলার নাম্বার ছবির একটি গান। কারাগারে বন্দী মূল নায়কের হাহাকার ছুয়ে গেছে বারবার। গানটি শোনার সময়ে মনে হয় এই পরবাসে আমরাও এক অদেখা দুর্লঙ্ঘ্য দৈনন্দিনতার কারাগারে বন্দী। এখানে ‘অবারিত সবুজের প্রান্ত ছুয়ে নীল আকাশ’ ঠিকই আছে কিন্তু সেই আকাশ দেখার বা সবুজকে ছোয়ার অবকাশ আমাদের নেই। আমি বরাবরই চারদেয়ালের ঘেরাটোপে হাসফাস অনুভব করতাম, উদার আকাশ আর অবারিত বাতাস আমাকে সবসময়েই টানে। ছোটবেলায় ভাইবোনদের সাথে বিছানা শেয়ারে আপত্তি ছিলনা, কারন জানালার কাছের দিনের নীল আকাশ বা রাতের তারাভরা আকাশ ছিল আমার জন্য বরাদ্দ। ক্লাসে, ট্রেনে,বাসে কম বেশি সবসময়েই জানালার ধারের সীটটি ছিল আমার। বিকেলের খোলা মাঠে বা ছাদে দাড়িয়ে সুর্যাস্তের নানা বর্ণচ্ছটায় উদ্ভাসিত আকাশ দেখা ছিল আমার নিত্য বিলাস। আর কত তারাভরা, মায়াময় জোছনার আকাশ বা অবিরাম বর্ষনের সজল আকাশ ছিল আমার বেড়ে উঠার, জীবনকে বুঝতে শেখার, কল্পনার রংয়ে ভবিষ্যতের ছবি আকার ক্যানভাস।

এখানে আসার দুবছর পরে ঢাকায় গিয়ে যখন দেখলাম চারপাশের মাথা উচু সব বহুতল ভবনের ভীড়ে আমার সেই নীল আকাশ হারিয়ে গেছে, ঢাকার আকাশের সুনীলতা এখন ধোয়া,ধুলাবালি আর সীসায় ধুসর; তখন কাছের মানুষ হারানোর মতই কস্ট পেয়েছিলাম। সিডনীতে প্রথম এসে আর কিছু ভাল না লাগলেও, এখানকার আদিগন্ত ব্যাপী সবুজ আর সুনীল আকাশ আমার দেশছাড়ার কস্টকে কিছুটা হলে ও লাঘব করেছিল।

আমার এই আকাশপ্রীতির কারনেই হয়তো প্রথম কাজে ঢুকে যখন জানালার পাশের আলোরোদ্দুরে ঝলমল টেবিলে আমার বসার জায়গা হল, সেটাকেই চাকরির অন্যান্য সুযোগ সুবিধার চেয়ে বড় মনে হয়েছিল। এর কয়েক বছর পরে প্রথম কাজের চেয়ে ও ভাল একটা কাজে ঢুকেও মনটা বড় খারাপ হয়েছিল শুধু এ কারনে যে আমার ওয়ার্কডেস্ক ছিল জানালা থেকে অনেক দুরে চার দেয়ালে ঘেরা এক বদ্ধ কিউবিকলে। কৃত্রিম আলোবাতাস আর ইটকাঠের দেয়ালের পরিসরে আমার না দেখা আকাশ কে খুব মিস করছিলাম। সেজন্যই বোধহয় ভাগ্য আবার ও সুপ্রসন্ন হল। আবার জায়গা বদল হলো, ছাদ থেকে মেঝে পর্যন্ত বিশাল সব জানালা দিয়ে ঘেরা ফ্লোরের এক টেবিলে হলো আমার নতুন ঠিকানা। আমার টেবিলের ঠিক সামনের জানালায় এখন বিশাল আকাশ, সামনের উচু অন্য অফিসগুলো ও সেই আকাশের অসীমতাকে ঢাকতে পারেনি। খুব খুশী হয়েছিলাম হারিয়ে যাওয়া আকাশ কে ফিরে পেয়ে। কাজের মাঝে মাঝে চোখ চলে যেত জানালায়-বাইরের খোলা আকাশ,আকাশের নীচে সেন্ট্রাল স্টেশনে ট্রেনের আনাগোনা, সবুজে আচ্ছাদিত পার্ক দেখে দেখে কাজ করতাম।

আরো কয়েকমাস পরের কথা। নতুন পলিসি আর রিস্ট্রাকচারিংয়ের কারনে অফিসে কাজের খুব চাপ, পারিবারিক ও সামাজিক কাজের পরিধি ও বেড়েছে অনেক। হঠাৎ একদিন টের পেলাম- আগের মত আর চোখ তুলে আর আকাশ দেখা হয়না, ডেডলাইন মীট করার তাগিদে একটানা ঘাড় গুজে কাজ করে যাই। এমনকি সহকর্মীর মৃদু অনুযোগ মিশ্রিত অনুরোধে (এত খোলা আলোয় কাজ করতে ওর কস্ট হয়) একদিন সেই বিশাল আকাশকে ঢেকে দিয়ে ব্লাইন্ড ও টেনে দিলাম! রুটিন কাজ, ছকবাধা জীবন এবং অবিনাশী ব্যস্ততা আমার সেই আকাশপ্রীতি কে কেড়ে নিয়েছে। অবিরাম ছুটে চলা আর কাজের মাঝখানে খুব কম ই এখন খেয়ালের নানা রঙ্গে রাংগানো আকাশকে দেখা হয়, বাতাসকে ছোয়া হয়। আমিও বন্দী- জীবিকা আর দৈনন্দিন যান্ত্রিকতার ঘেরাটোপে। 'বাস্তবের ছুটে চলা যান্ত্রিক জীবনের সাথে সন্ধি' করতে গিয়ে কবি মাহমুদা রুনু যেমন তার বাগানের সমস্ত ফুল গাছ যেগুলো একসময় তাকে বসন্তের বার্তা জানাতো, সেগুলোকে উপড়ে ফেলেছেন; তেমনি করে আমি ও কখন যেন আমার আকাশবিলাস কে বিসর্জন দিয়েছি। কাজ থেকে ফেরার সময়ে ব্যস্ততম অফিস আওয়ারে ট্রেনে কোনরকমে একটু বসার জায়গা পেলেই বর্তে যাই, জানালার পাশের সীট নিয়ে আর মাথাব্যথা হয়না। আর জানালার পাশে বসতে পেলেও সেটাকে এখন জুত করে বসে একটু ঘুমিয়ে নেয়ার সুযোগ হিসেবে লুফে নেই, সুর্যাস্তের বর্ণালী আকাশ দেখার বিলাস হিসেবে নয়। সিডনীর আকাশে কেন যেন কখনোই জোছনা বা বৃষ্টিকে মানায়না, আমার আকাশবিলাস এখন তাই প্রায় নির্বাসনে।

তবুও এক টুকরো আকাশ

তারপরেও এই দৈনন্দিন যান্ত্রিকতা আর সীমাবদ্ধ জীবনযাত্রার মাঝেও আমার এক খন্ড নীল আকাশ এখনো হারিয়ে যায়নি। আর সেটা হলো ক্যাম্পবেলটাউন বাংলা স্কুল যেখানে ছোট বাচ্চাদের বাংলা শেখাতে গিয়ে আমি আমার সেই আদিগন্ত সবুজ প্রান্তর ভরা মোহিনী বাতাস আর রৌদ্রোজ্জল আকাশ কে ছুতে পারি। ওদের যখন পড়াই, ওরা যখন কচি হাতে অ আ থেকে শুরু করে একটি একটি করে অক্ষর চিনে নেয়, ওদের প্রত্যয়ী হাতের টানে ফুটে ওঠে এক একটি নতুন শব্দ, বানান করে একটি দুটি বাক্য দিয়ে শুরু করে বাংলা পড়তে শিখে যায়- তখন ওদের এই সাহসী, আনন্দিত মুখগুলোই আমার সেই অসীম আকাশের ক্যানভাস হয়ে উঠে, যেখানে আমি ভবিষ্যতের ছবি আকতে পারি- হাজার প্রতিকুলতা সত্তেও এই পরবাসে বাংলা বেচে থাকবে। এই স্কুলই এখন আমার এক অবারিত আকাশ, যার নীচে নিবেদিত প্রাণ সব বাবামা আর বাচ্চাদের সাথে এক কাতারে দাড়িয়ে সপ্নের ঘুড়ি উড়াই- এই প্রবাসে বাংলা ভাষার চর্চা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে আব্যাহত রবে; অবহেলায় আর অবজ্ঞায় আমাদের নিজ সংস্কৃতি, ভাষা আর মূল্যবোধের সম্পদ হারিয়ে যাবেনা। আপনারাও যারা এই সপ্নকে লালন করেন তাদের সবাই কে আমাদের বাংলা স্কুলের উন্মুক্ত প্রাংগনে স্বাগতম।